106

তারিখ 26 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

দৈনিক ইনকিলাব

জাঃ বিঃ গণিত বিভাগ

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে

জাঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। গত জুন মাসের ১৬ তারিখে এ ঘটনার সাথে জড়িত একজন শিক্ষকের বরাত দিয়ে হাই কোর্ট কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি কেন অবৈধ হবে না এ মর্মে শো-কজ পাঠানোর পর এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ্য যে, মে মাসের ১৩ তারিখে গণিত বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় একজন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে একই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের আলামত পাওয়া যায়। এরপর উক্ত পরীক্ষা বাতিল করে একই মাসের ২২ তারিখে তা পুনঃ পরীক্ষা নেয়া হয়।

পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং উক্ত তদন্ত কমিটি ২ জন শিক্ষক, ১ জন কর্মচারী ও ৯ জন ছাত্রকে এ ঘটনার সাথে জড়িত বলে তদন্ত রিপোর্ট দেয়।

এরপর কর্তৃপক্ষ জুনের ২২ তারিখের মধ্যে দোষী ব্যক্তিদের শো-কজ নোটিশের জবাব দিতে বলে এবং এদের শাস্তির মাত্রা নির্ধারণের বিষয়ে শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে তিনটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিত্রয় যে সময়ে তাদের রিপোর্ট পেশ করবেন, তার ঠিক আগ মুহূর্তেই উক্ত অভিযুক্ত শিক্ষক মকবুল হোসেন এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হাই কোর্ট চার সপ্তাহের সময় দিয়ে শো-কজ দিয়েছে এবং ইতোমধ্যে সে সময়ও পেরিয়ে গেছে। কিন্তু তার পরেও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে পারছে না।

ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের এ বিষয়টি কর্তৃপক্ষ ধামাচাপা দেয়ার ব্যবস্থা করছে– এমন কথা শোনা যাচ্ছে। অনেকেই বলছেন যে, এ বিষয়ে দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাসহ অন্যান্য ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলো এক ধরনের প্রহসনে পরিণত হবে।